মহান মে দিবস ২০১৭

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, সোমবার, ১৮ বৈশাখ ১৪২৪, ১ মে ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ,
শ্রমজীবী ভাই-বোনেরা,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

আজ পয়লা মে। মহান মে দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের অগণিত শ্রমজীবী মানুষকে মে দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তাঁদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি।

এদিনে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি, ৩০ লাখ বীর শহীদকে, দু'লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে এবং শহীদ জাতীয় চার নেতাকে।

শ্রমের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার দাবীতে ১৮৮৬ সালের পয়লা মে শ্রমিকেরা তিনদিনের সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৮ মে শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিক সমাবেশে গুলিবর্ষণ করা হয়। বহু শ্রমিক মারা যায়। সেই থেকে সারাবিশ্বে পয়লা মে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি' দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

জাতির পিতা ছিলেন শোষিত, মেহনতি মানুষের বন্ধু। তিনি আজীবন বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আরেকদিকে শোষিত - আমি শোষিতের পক্ষে'।

১৯৪৭ এর পর পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলার মানুষকে শোষণ শুরু করা হয়, বঙ্গবন্ধু তার বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হন। বঙ্গবন্ধু সব সময়ই শ্রমিকদের যেমন পাশে পেয়েছেন, তিনিও তাঁদের পাশে থেকেছেন।

এজন্য স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত কল-কারখানা, ব্যাংক, বীমা জাতীয়করণ করেন। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেন। মজুরী কমিশন গঠন করেন। মে দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে, খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তি, উৎপাদন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করেছে। উৎপাদন ও উন্নয়নে যারা প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখছেন, সেই শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা আমাদের সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার।

প্রিয় শ্রমজীবী ভাই-বোনেরা,

সীমিত সম্পদের মধ্যেও আমরা শ্রমিকের কল্যাণে গত আট বছরে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। আমরা পোশাক শ্রমিকের মজুরি তিন দফা বাড়িয়েছি। ন্যূনতম মজুরি ১৬০০ টাকা থেকে ৫৩০০ টাকায় উন্নীত করেছি। শ্রমিকদের জন্য রেশনিং প্রথা চালু করেছি। শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, স্কুল, হাসপাতাল, ডরমিটরি নির্মাণ করেছি।

রানা প্লাজার মর্মান্তিক দূর্ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে ২২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭২০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। আহতদের চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিহতদের মধ্যে সে সময় যাঁদের পরিচয় জানা যায়নি তাঁদের ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করে পরিবারগুলোকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

শিল্প-কল-কারখানায় দূর্ঘটনা কমিয়ে আনতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। ভবন ও শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 'গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি' গঠন করা হয়েছে। আইএলও কনভেনশনের আলোকে আমরা শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করেছি।

জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আমরা জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়ন করেছি।

আমরা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছি। 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল' গঠন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের চাহিদানুযায়ী আমরা দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলছি। বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এশিয়া ও ইউরোপসহ মধ্যপ্রাচ্যের বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোতে সম্মানজনক চুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রেখেছি।

বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য আমরা কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেছি। এর জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩ জনে উন্নীত করেছি। এ অধিদপ্তরের পরিদর্শকের সংখ্যা এখন ৫৭৫ জন।

গার্মেন্টস শিল্পে কমপ্লায়েন্স ইস্যুটিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। এ শিল্পের উন্নয়নে আইএলও'র সহায়তায় ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বুয়েট, এ্যাকোর্ড ও এ্যালায়েন্স তৈরী পোষাক শিল্প কারখানার ভবন, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করছে।

৩ হাজার ৭৮০টি রপ্তানিমুখী তৈরী পোষাক শিল্পের ভবন, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা যাচাই সম্পন্ন করেছি। এ কাজে সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের সরকার শ্রমনীতি বাস্তবায়ন ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। জীবনধারণের ব্যয়, মূল্যস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ প্রক্রিয়া আমরা চলমান রাখব। এজন্য মজুরী কমিশন ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।

শিল্প উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হল হৃদ্যতাপূর্ণ মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক। আর শ্রমিক সংগঠন হল এ সম্পর্কের চাবিকাঠি। ২০১৩ সালে বাংলাদেশে শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে আমরা শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন সহজতর করেছি। এরফলে ২০১৩ সালের পর থেকে শুধু তৈরী পোষাক শিল্পের ৪৩০টি নতুন শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন লাভ করেছে।

দেশের প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণার্থে শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গড়ে তোলা হয়েছে। ২০০৮ সালে এ তহবিলে জমা ছিল মাত্র ৮ লাখ টাকা। বর্তমানে এ তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকার বেশি।

এ পর্যন্ত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ৭৮৯ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার অধিক আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বিদেশী বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে। এতে এক কোটির বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে। আমি দেশী-বিদেশী সকল বিনিয়োগকারীকে যত্রতত্র শিল্প স্থাপন না করে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ করতে অনুরোধ জানাই।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। বিভিন্ন পেশায় নারীরা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন। বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী নারী গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন শিল্পে কাজ করছেন। আমাদের সরকার তাদের সমান মজুরি নিশ্চিত করেছে।

আমরা নারী শ্রমিকদের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ডরমিটরি নির্মাণ করছি। ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ঈশ্বরদীতে ৩টি ডরমিটরী কাম-ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামে আরও দু'টি শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শিল্প শ্রমিকদের ডরমিটরী নির্মাণের জন্য স্বল্প সুদে গৃহায়ন তহবিল থেকে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় আয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অবদান ৩০ শতাংশ, আর এ খাতে ৪৫ শতাংশ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র, যেমন গৃহকর্ম, কুটির-শিল্প, তাঁত প্রভৃতি খাতে নারীর অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে।

শিল্প-কল-কারখানাসহ বিভিন্ন পেশায় নারীর এগিয়ে আসার এ ধারাকে আরও উৎসাহিত করতে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ সব সময় বিচক্ষণতার সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবেন। দেশের শিল্পায়ন ও শ্রমিক অধিকার রক্ষায় বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করবেন।

দেশ-বিদেশে অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কারও দাবার ঘুটি হবেন না। মনে রাখবেন, ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ অনেক বড়। আপনি নেতা। আপনার একটি ভুল সিদ্ধান্ত হাজার হাজার শ্রমিকের দুর্দশা ডেকে আনতে পারে। দেশের ক্ষতি করতে পারে। সরকার সবসময়ই আপনাদের পাশে আছে। কোন সমস্যা হলে অবশ্যই আমরা আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করতে পারব।

মনে রাখতে হবে, শিল্প টিকে থাকলেই কেবল আপনাদের কর্মসংস্থান হবে। দারিদ্র্য দূর হবে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারবে। তাই শিল্পের ক্ষতি হয় এমন কোন কাজে সম্পৃক্ত হবেন না।

পাশাপাশি শিল্পের মালিকদের প্রতি আহ্বান, আপনারা শ্রমের মর্যাদা এবং শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দিন। মুনাফা অবশ্যই করবেন। তবে তা যেন শোষণে পরিণত না হয়। শ্রমিকদের বঞ্চিত করে শিল্পের উন্নয়ন হবে না। কারণ শ্রমিক হচ্ছে কারখানার প্রাণ।

আমরা রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। শিল্পায়ন হচ্ছে এ রূপকল্প বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। শ্রমঘন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য স্বল্পসুদে ঋণ ও অর্থায়নের ব্যবস্থা আমরা অব্যাহত রেখেছি। আমাদের এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

আজকের এ মহান দিনে আমি মালিক-শ্রমিক সকলকে দেশের উন্নয়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও উদ্যোগী হতে আহ্বান জানাই। আসুন, আমরা নিজ নিজ কর্মস্থলে শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নত কর্মপরিবেশ বজায় রাখি।

মহান মে দিবসের সংগ্রামী চেতনা দেশ ও জাতির কল্যাণে আমাদের আরও সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ করুক - এটাই আজকের দিনে আমার প্রত্যাশা।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...